দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ .....

প্রকাশনী-লাইব্রেরির যোগসাজশ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রাইভেট বই বাণিজ্য রমরমা

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

আরো ২ বছর আগে সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রাইভেট পাঠ্যপুস্তক, নোট-গাইড নিষিদ্ধ করলেও এখনও অভিভাবকদের বহু টাকার প্রাইভেট পাঠ্যবই ক্রয় করতে হচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের পরও কিছু প্রকাশনী জেলায় জেলায় একশ্রেণীর শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের ম্যানেজ করে প্রাইভেট পুস্তক ও নোট-গাইডের চুটিয়ে বাণিজ্য করে চলেছে। প্রাইভেট বই ব্যবসায়ীদের দিয়ে তারা নিষিদ্ধ এসব বই বাজারজাতকরণ, মজুদ ও বিপণন করছে। কোন কোন প্রকাশনী সরাসরি স্কুলে স্কুলে বই সরবরাহও করে থাকে।

জানা যায়, সংশ্লিষ্ট এসব প্রকাশনী-লাইব্রেরি নওগাঁ-বগুড়াসহ অন্যান্য জেলার স্কুল-মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের যোগসাজোশে এ প্রাইভেট বই বাণিজ্য চালাচ্ছে। কিছু স্কুল-মাদ্রাসা ও শিক্ষক সমিতির সূত্র-সোর্স নাম পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, প্রকাশনীগুলো ওইসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে ফ্রিজ, আলমারি, টেলিভিশন, ফ্যান প্রভৃতি উপঢৌকনও দেয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো আরও জানায়, বগুড়ার বর্ণালি, বাংলাদেশ লাইব্রেরি, গ্রীন বুক হাউস, ডিজিটাল প্রকাশনী, ওরাকল, পাবলিকেশন প্রভৃতি প্রকাশনী-লাইব্রেরি স্কুল-মাদ্রাসা, শিক্ষক সমিতি ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের যোগসাজশে-ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বুকলিষ্টও ছেড়ে থাকে। তারা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের ওইসব প্রকাশনীর বাংলা-ইংরেজি ব্যাকরণ, রচনা, বাংলা দ্রুত পঠন, নোট-গাইড প্রভৃতি প্রাইভেট বই কিনতে বাধ্য করছে।

এ ব্যাপারে নওগাঁ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও পিটিআইয়ের সুপার সবাই একই ধরনের কথা বলেন। তারা এর সাথে তাঁদের সম্পৃক্ততা ও যোগসাজশের কথা অস্বীকার করে বলেন, আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নোট-গাইড ও প্রাইভেট বইয়ের প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এসব আবর্জনা সরাতে সময় লাগবে। তাছাড়া আমরা কেউই কাজ করি না, নওগাঁ জেলা শিক্ষা অফিসার রেজাউল করিম বলেন, জেলা প্রশাসকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে দ্রুত মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা নেয়া হবে।